দাস এবং সর্বাধিকারী আত্মাদের লক্ষণ

আজ বাপদাদা রাজঋষিদের দরবার দেখছেন । রাজ অর্থাত্ সর্বাধিকারী এবং সম্পূর্ণ ত্যাগী । এক হলো ত্যাগী আরেক হল তপস্বী । তাইতো, বাপদাদা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের দেখছেন ; তোমরা প্রত্যেকে সর্বাধিকারী হওয়ার সাথে সাথে কতখানি মহাত্যাগী আত্মা হয়েছ । তোমরা কতখানি উভয়ের প্রত্যক্ষ রূপকে জীবনে ধারণ করতে পেরেছ ! সর্বাধিকারী আর ত্যাগী উভয় রূপেরই ব্যালান্স থাকা প্রয়োজন । পূর্ণ অধিকারীও হতে হবে, সম্পূর্ণ ত্যাগীও । এই দুইয়ের সহাবস্থানে তোমরা চলার উপযুক্ত হয়েছ ? তোমরা এটা জানো এবং অনুভবও করেছ । বিনা ত্যাগে কি তোমরা রাজ্য পেতে পারো ? তোমরা তোমাদের নিজের ওপর সর্বাধিকার পেয়েছ অর্থাত্ স্বরাজ্য অর্জন করতে পেরেছ ? তোমরা যখন ত্যাগ করেছিলে তখন স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছিলে, এই অনুভব তো তোমরা করেছিলে তাই না! ত্যাগের পরিভাষা তোমাদের আগেই শোনানো হয়েছে ।

ত্যাগের প্রথম পদক্ষেপ হলো দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করা । তোমরা একবার দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দিলে, দ্বিতীয় ত্যাগ হবে দেহের সকল সম্বন্ধের ত্যাগ । যখন দেহ-অভিমান সরে যায় তখন তোমরা কি হও ? আত্মা দেহী বা মালিক হয়ে যায় ! দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত অর্থাত্ জীবনমুক্ত রাজ্য-অধিকারী । যখন তোমরা স্ব-রাজ্য অধিকারী হও তখন সবরকম নির্ভরতার সমাপ্তি হয় কারণ দেহের দাস থেকে তোমরা তখন দেহের মালিক হয়ে যাও ; দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি হয় । একইসাথে তোমরা দাস এবং সর্বাধিকারী হতে পারোনা । দাসত্বের লক্ষণ হলো উদাসী মন এবং মুখের ওপর তার প্রতিফলন । উদাস হওয়ার লক্ষণ হলো দাসত্ব আর সর্বাধিকারীর লক্ষণ হলো দেহ-মনে সদা প্রফুল্ল থাকা । দাস সেখানে সদা আপসেট ! স্ব-রাজ্য অধিকারী সর্বদা নিজ সিংহাসনে বিরাজমান । দাস তুচ্ছ কথায় সেকেণ্ডে কনফিউজ (বিভ্রান্ত) হয়ে যায় । সেখানে সর্বাধিকারী সর্বদা নিজেকে কমফোর্ট স্থিতিতে অর্থাত্ দুর্দশা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে । এইসব লক্ষণগুলো চেক করে দেখ তুমি কে ? দাস নাকি সর্বাধিকারী ? কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি, ব্যক্তি, বৈভব, বায়ুমণ্ডল তোমাকে অপদস্থ করে না তো ? এরা জ্ঞান থেকে তোমায় সরিয়ে নেয়না তো অর্থাত্ তারা তোমার মর্মপীড়ার কারণ নয় তো ? সুতরাং, দাস অর্থাত্ সবসময় বিপর্যস্ত অবস্থা, সেখানে সর্বাধিকারী সবরকম বিপরীত পরিস্থিতি বা ব্যক্তি, বৈভব, তার আপন মর্যাদায় থেকে সুখানুভূতিতে নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখে । দাস আত্মা সর্বদা নিজেকে পরীক্ষার ঘেরাটোপের মধ্যে অনুভব করে । সর্বাধিকারী আত্মা কাণ্ডারী হয়ে তার তরী স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা লহরি খেলাচ্ছলে পার করে দেয় ।

বাপদাদা দাস আত্মাদের কর্মলীলা দেখে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসছেন । সাকার দিনগুলোতে বাবা একটা মজাদার গল্প শোনাতেন । মনে আছে তোমাদের সেই গল্প ? "ও দাস-আত্মা কি করছ তুমি ?" তোমাদের শুনিয়েছিলেন, কিভাবে ইঁদুর আসত এবং যখন ইঁদুরটাকে তোমরা সরাতে একটা বিড়াল আসত, বিড়ালকে সরালে একটা কুকুর আসত । যখন তোমরা একটা সরাতে তখন দ্বিতীয়টা এসে যেত, দ্বিতীয় সরালে তৃতীয় এসে যেত । এমন আত্মারা ইঁদুর-বিড়ালরূপী কর্মলীলায় বিজি থাকে কারণ তারা দাস আত্মা । কখনও কখনও নয়নরূপী ইঁদুর কৌশলে তোমাদের ভুলপথে চালিত করত । কখনও কর্ণরূপী বিড়াল তোমাদের প্রবঞ্চনা করত । কখনও আবার খারাপ সংস্কাররূপী সিংহ তোমাদের আক্রমণ করত আর এইভাবে বেচারা দাস আত্মা, সেইসব খারাপ সংস্কারগুলো সরাতে

সরাতে বিপন্ন হয়ে উঠত । এই কারণে বাপদাদা দয়াও অনুভব করতেন আবার মজাও পেতেন । তোমরা কেন তোমাদের সিংহাসন ছেড়ে দাও ? তোমরা অটোমেটিক্যালি অগ্রাহ্য করো ? স্মরণের চুম্বক দ্বারা নিজেদের সেট করে নাও তাহলে তোমরা উপেক্ষা করতে পারবেনা ! তারপরেও তোমরা কি করছ ? বাপদাদার সামনে অসন্তোষ আর আর্জির বড়সড় ফাইল উপস্থিত করছ ! কেউ কেউ আর্জি জানায় যে তারা একমাস যাবৎ তাদের অবস্থার অবাঞ্ছিত পরিবর্তনে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে, তিনমাস যাবৎ অবস্থা ওপর নীচ হওয়ায় তারা অস্থির । কেউ বলে, ছয়মাস ধরে ভাবছি, কিন্তু অবস্থা যেমনকার তেমনই আছে । এই এত অভাব-অভিযোগে সত্যিই একটা বড় ফাইল হয়ে যায় ! যাই হোক , সাবধান হও ! ফাইল যতবড় হবে, তোমাদের ততোবড় ফাইনও দিতে হবে ! সেইজন্য অভিযোগের ফাইল সমাপ্ত করার সহজ উপায় হলো নিরন্তর বাবার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করতে থাকো । যখন তোমরা বলো, "আমার ইচ্ছা এই...", তখন তোমার আকুল আকাঙ্ক্ষা অসন্তোষের ফাইল বানিয়ে দেয় । হওয়া উচিত্, যা বাবার ইচ্ছা তাই আমার ইচ্ছা । বাবার ইচ্ছা কি ? প্রত্যেক আত্মা নিরন্তর পবিত্র এবং শুভচিন্তক হবে, অন্যের প্রতি সদাসর্বদা শুভ চিন্তন লালন করে নিজের এবং বিশ্বের কল্যাণকারী হবে । সবসময় স্মৃতিতে এই ইচ্ছা রেখে সতর্কভাবে বিনা মেহনতে চলতে থাকো । যেমন তারা বলে, চোখ বন্ধ করে চলতে থাকো । সুতরাং, এটা এইরকম হবেনা তো, ওইরকম হবেনা তো ! - এই ধরণের প্রশ্ন ওঠে তেমন চোখ খুলোনা । ব্যর্থ চিন্তনের চোখ বন্ধ রেখে নিরন্তর বাবার ইচ্ছা অর্থাত্ বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো । কারও পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা সহজ নাকি মুশকিল ? অবিরত এইভাবে ফলো ফাদার করো । ফলো সিস্টার, ফলো ব্রাদারের স্টেপ নিওনা । এইরকম করলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তুমি নিজেই নিজের বাধার সৃষ্টি করবে । রিগার্ড দাও কিন্তু ফলো কোরোনা । তাদের বিশেষত্ব আর গুণগুলো স্বীকার করো কিন্তু তোমার ফুটস্টেপ বাবার ফুটস্টেপের সাথে তাল মিলিয়ে চলো । সেই সময়ে স্বার্থ সিদ্ধির কাজ কোরোনা । তোমরা স্বার্থপরতার কথাও খুব উত্সাহের সাথে বলো । বাপদাদা তোমাদের সেইসব ডায়লগ অন্য সময় শোনাবেন কারণ বাপদাদার কাছে সব সেবা স্টেশনের নিউজ আসে । সারা ওয়ার্ল্ডের নিউজ বাবার কাছে আসে । অতএব, তোমরা দাস আত্মা হয়োনা ।

এই কর্মেন্দ্রিয়গুলো খুব ছোট, চোখ আর কান এত ছোট তবুও তারা অনেক বড় জাল বিস্তার করতে পারে । তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, মাকড়সা কত ছোট হয়েও কতবড় জাল বোনে ! এখানেও প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়ের জাল এতই বড় যে তারা তোমাদের এমনভাবে জালে আটকে দিতে পারে যে তোমরা বুঝতে পর্যন্ত পারোনা যে তোমরা তাদের জালবন্দী হয়েছ ! তাদের জাদুর জাল এমনই যে তোমাদের আত্মিক সচেতনতা এবং ঈশ্বরীয় মর্যাদাকে অবচেতন করে দেয় । যাই হোক, জাল থেকে বেরিয়ে আসা কত আত্মা সেই দাস আত্মাদের বলেছে এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবচেতন আত্মারা কি বুঝতে পারে ? স্থূলরূপেও বেহুঁশকে যতই নাড়া দাও, যতই বোঝাও, এমনকি অনেক মাইকও তার কানে গুঁজে দাও কিন্তু সে কি তোমার কথা শুনবে ? একইভাবে এই জালগুলো তোমাকে সেইরকম অবচেতন করে রাখে । তাহলে সেখানে আর কি মজা হবে ! যখন কেউ বেহুঁশ থাকে তখন অনেক কথা বলে কিন্তু তাদের সেই কথা তো বিনা অর্থে বলা । অনেকে রুহানী অজ্ঞানতার স্থিতিতে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণার কথা বলে, তাদের সবকথা অর্থহীন ! তারা সবসময় দু'মাস বা ছয়মাস পুরানো এখান-ওখানের কথা বলে । রুহানী অজ্ঞানতা এইরকমই ! পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুব ছোট হতে পারে কিন্তু অজ্ঞানতার জাল অনেক বড় ! এর থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক টাইম লেগে যায়, কারণ তোমরা জালের প্রত্যেকটা তার কাটতে চেষ্টা করো । তোমরা কি

কখনও জাল দেখেছ ? তোমাদের প্রদর্শনী-চিত্রে আছে । জাল কেটে দাও ! মাকড়সাও নিজের জাল নিজেই পুরো খেয়ে নেয় । এত বিস্তারে না গিয়ে, বিস্তারে বিন্দু লাগিয়ে বিন্দুতে সম্পূর্ণরূপে মিশে যাও । বিন্দু হও ! বিন্দু লাগাও ! বিন্দুতে অন্তর্লীন হও ! তাহলেই সারা বিস্তার এবং সমগ্র জাল সেকেণ্ডে অন্তর্লীন হয়ে যাবে আর সময়ও বেঁচে যাবে । তোমরা মেহনত করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । তোমরা বিন্দু হয়ে বিন্দুতে লাভলীন হয়ে যাবে । তাহলে ভাবো, জালবন্দী হয়ে অজ্ঞান অবস্থা ভালো নাকি বিন্দু হয়ে বিন্দুতে লাভলীন হওয়া ভালো ! তাহলে বাবার মরজি কি ? তোমরা লাভলীন হও ।

যেহেতু এখন ঝাড়ের পরিবর্তন হতেই হবে, তাহলে ঝাড়ের অন্তে কি অবশিষ্ট থাকবে ? আদির শুরু হয়েছে এক্ বীজ থেকে, শেষও ; অবশিষ্ট থেকে যাবে এক্ বীজ । এখন পুরানো ঝাড়ের পরিবর্তনের এই সময়ে ঝাড়ের উপরে নিজেকে মাস্টার বীজরূপ স্থিতিতে স্থির করো । বীজই বিন্দু ! সর্বজ্ঞান, গুণ এবং শক্তির সাগর বিন্দুতে অন্তর্লীন হয়ে যায় । একেই বলা হয় বাবা সমান স্থিতি । বাবা সিন্ধু হয়েও তিনি বিন্দু ! মাস্টার বীজরূপের এই স্থিতি কত মনোরম ! এইরকম স্থিতিতে সদা স্থিত হও ! বুঝেছ, কি করতে হবে ?

দুই জোনের এই বিশেষত্ব দেখ । কর্ণাটক অর্থাত্ নাটক ; যা এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । অতএব, এখন ভালবাসায় লাভলীন হয়ে যাও । ইউ পি-তেও অনেক নদী আছে । নদী সদা-সর্বদা সাগরে মিশে যায় । তাহলে তোমরাও অবশ্যই সাগরে মিশে যাও অর্থাত্ অন্তর্লীন হয়ে যাও । এটাই উভয় জোনের বিশেষত্ব, তাই না ! সুতরাং, মর্যাদার সাথে সদা লাভলীন স্থিতিতে বসে থাকো । একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে যাওয়া, এইরকম কোরোনা । আসা-যাওয়ার চক্র এখন তোমরা সম্পূর্ণ করেছ, তাই তো ! এখন তোমাদের পূর্ণ মর্যাদায় আরামে বসে যাও । আচ্ছা ।

এইরকম সদা সর্বাধিকারী এবং সম্পূর্ণ ত্যাগী, সদা অজ্ঞানতার জালমুক্ত, আসা-যাওয়া থেকে মুক্ত, মাস্টার বীজরূপ স্থিতিতে লাভলীন থাকে, এমন রাজঋষি আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

তোমরা সবাই নিমিত্ত আত্মা, তাই না ! সদা নিজেকে বরাবর সেবার নিমিত্ত আত্মা মনে করে চলো ? নিজেকে নিমিত্ত আত্মা মনে ক'রে চলার দুটো বিশেষত্ব, সাকাররূপে নিরন্তর সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে । ১) সদা নম্রতার দ্বারা তোমরা নির্মাণ করতে থাকবে । ২) সদা তোমরা সন্তুষ্টতার ফল খাও আর অন্যকেও দাও । আমি নিমিত্ত আত্মা নিশ্চয় করলে নিজেকে তুমি পৃথক এবং পরমাত্ম-অনুরাগী অনুভব করবে । এমনকি তোমরা এও ব'লোনা, "আমি করেছি ।" আমি শব্দের সমাপ্তি হয়েছে । আমি-র পরিবর্তে বাবা বাবা ! যখনই তোমরা অনুক্ষণ বাবা বাবা বলবে সমস্ত বুদ্ধি বাবার দিকে ধাবিত হবে । যিনি নিমিত্ত বানিয়েছেন তাঁর দিকে যে আত্মাদের বুদ্ধি সরাসরিভাবে আসে, তারা বিশেষ শক্তি অনুভব করবে, কারণ তাদের যোগ সর্বশক্তিমানের সাথে জুড়ে যাবে এবং তারা নিজেদের শক্তিরস্বরূপ অনুভব করবে । নয়তো তারা দুর্বলই থেকে যাবে । সুতরাং, সেবাধারীর বিশেষত্ব হ'লো সে বরাবর নিজেকে নিমিত্ত মনে করে এগিয়ে যাবে । দেখ, সবচেয়ে বড় সেবাধারী হলেন বাবা । যাই হোক, তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজেকে নিমিত্ত গণ্য করেন । তিনি মালিক হওয়া সত্ত্বেও

নিজেকে নিমিত্ত রূপেই গ্রাহ্য করেন । তিনি নিজেকে নিমিত্তরূপে গ্রাহ্য করায় সকলেরই তিনি অতি প্রিয় । সুতরাং, চলতে চলতে নিরন্তর এই স্মৃতি জাগ্রত রাখবে যে তোমরা নিমিত্ত, পৃথক হয়েও সবচেয়ে প্রিয়, পরমাত্ম-অনুরাগী । তোমরা সবাই সেবা করছ, এই লটারি তোমরা জয় করেছ । যাই হোক, যে ভাগ্য লটারি তোমরা জিতেছ তাকে সর্বদা বাড়ানো বা তেমনই রেখে দেওয়া তোমাদের হাতে । বাবা তোমাদের দিয়ে দিয়েছেন, এখন তাকে বাড়ানো তোমাদের কর্তব্য । সবাইকে একরকম ভাগ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে সামলে রাখে আর বাড়িয়ে নেয়, আর কেউ নেয়না । এর মধ্যে দিয়েই তোমাদের নম্বরক্রম হয় । অতএব, সদা নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলো আর অন্যকেও এগিয়ে যেতে সহযোগ দাও । অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সহযোগেই নিজের এগিয়ে যাওয়া । তোমরা বাবাকে দেখেছিলে, তিনি মাকে সামনে রেখেছিলেন, তাও তিনিই নম্বরওয়ান, নারায়ণ হয়েছেন । আর তিনি সেকেণ্ড নম্বরে, লক্ষ্মী হয়েছেন । বাবা অন্যকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন বলেই তিনি অগ্রবর্তী হয়েছেন । অন্যকে এগিয়ে দেওয়ার অর্থ পিছিয়ে পড়া নয় । এগিয়ে দেওয়া অর্থ এগিয়ে যাওয়া ।

তোমরা সব সেবাধারী খুব ভালো মেহনত করছ । বাপদাদা তোমাদের মেহনত দেখে খুব খুশি, কিন্তু নিজেদের নিমিত্ত গণ্য করে সেবা করলে সেবা তখন চারগুণ হয়ে যাবে । তোমাদের বাবা সমান সীট দেওয়া হয়েছে, এখন এই সীটে সেট হয়ে সেবা বাড়াও । আচ্ছা ।

পার্টিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাত্কার

১) বিশেষ আত্মা হওয়ার জন্য সকলের বিশেষত্ব দেখ বাপদাদা অনুক্ষণ বাচ্চাদের বিশেষ গুণের মহিমা গাইছেন । বাবা যেমন সব বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখেন তেমন তোমরা বিশেষ আত্মারাও সবার বিশেষত্ব দেখে সদা নিজেদের বিশেষ আত্মা বানাতে থাকো । বিশেষ আত্মাদের বৈশিষ্ট্য হলো অন্যের বিশেষত্ব দেখা এবং বিশেষ হওয়া । যখন তোমরা অন্য আত্মার সম্পর্কে আসো তখন তার বিশেষত্বের ওপর তোমাদের দৃষ্টি পড়া উচিত্ । মৌমাছির দৃষ্টি যেমন সদা ফুলের ওপর থাকে তেমন তোমাদের দৃষ্টিও প্রত্যেকের বিশেষত্বের ওপর থাকতে হবে । সমস্ত ব্রাহ্মণ আত্মাদের দেখে সদা এই গুণ গাও - "বাহ্ শ্রেষ্ঠ আত্মা বাহ্ " যদি তোমরা অন্যের দুর্বলতা দেখ তাহলে নিজেও দুর্বল হয়ে যাবে । সুতরাং, তোমাদের দৃষ্টি কারও দুর্বলতারূপী পাথরের ওপর যাওয়া উচিত্ নয় । তোমরা হোলি-হংস ! তোমাদের সদা-সর্বদা গুণরূপী মুক্তো তুলতে হবে ।

২) সময় এবং নিজের মহত্বকে স্মৃতিতে রাখতে পারলে তোমরা মহান হয়েই যাবে

সঙ্গমযুগের এক -এক সেকেণ্ড সারা কল্পের প্রারব্ধ বানানোর আধার । এই সময়ের মহত্ব বুঝে কি তোমরা সবসময় পদক্ষেপ করছ ? যেমন সময় মহান তেমন তুমিও মহান । কারণ বাপদাদা দ্বারা প্রত্যেক বাচ্চা মহান হওয়ার বরসা লাভ করেছে । সুতরাং, নিজের মহত্বকে জেনে তোমাদের প্রতি সংকল্প, প্রতি কথা এবং প্রতি কর্ম মহান হতে হবে । সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে আমরা মহান বাবার বাচ্চা, মহান ! এই স্মৃতি দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানাতে পারো, যেমন তুমি চাও ; এটা হলো সঙ্গমযুগের বরদান । বাবার থেকে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে সদা খেলতে থাকো । তোমরা বাবার থেকে যে অপরিসীম সম্পদ লাভ করেছ তা' গুনতে পারো ? তাহলে সদা জ্ঞান রত্নে, খুশি এবং শক্তি-সম্পদে খেলতে থাকো । তোমাদের মুখ থেকে নিরন্তর রত্ন বেরোতে থাকবে আর মন সদা জ্ঞান

মননে নিযুক্ত থাকবে । এইভাবে তোমরা ধারণা স্বরূপ হও । সবসময় স্মরণ রাখবে, এটা শ্রেষ্ঠ সময়, আমি মহান আত্মা ! আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- সর্বপ্রাপ্তির খুশিতে উড়তে উড়তে লক্ষ্যে পৌঁছে স্মৃতিস্বরূপ ভব

ব্রাহ্মণ জীবনে আদি থেকে এখনও পর্যন্ত যা প্রাপ্তি হয়েছে সাররূপে তার লিস্ট স্মৃতিতে নিয়ে এসো, তখন বলবে ব্রাহ্মণ জীবনে অপ্রাপ্ত বস্তু কিছু নেই এবং সেইসবই অবিনাশী । এই সকলকিছুর প্রাপ্তি তোমাদের স্মৃতিতে ইমার্জ হবে অর্থাত্ স্মৃতিস্বরূপ হলে উড়তে উড়তে সহজেই তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে । তোমার সুখের প্রাপ্তি কখনও তোমাকে পারিপার্শ্বিক অস্থিরতার মধ্যে নীচে আনবেনা কারণ সম্পন্নতা তোমাকে অটল বানায় ।

স্লোগানঃ- বিন্দু স্বরূপ স্মৃতিতে থাকার জন্য জ্ঞান, গুণ এবং ধারণার সিন্ধু (সাগর) হও ।